তারিখ ২৯ MAY 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রথম আলো

বিশ্ব মাসিক পরিচ্ছন্নতা দিবস পালন

৪০% ছাত্রী মাসে তিন দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিউটি আর সুইটি দুই বোন। তাঁরা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। বাড়িতে মায়ের জন্য টাকা পাঠান। বিউটির স্বামী নেশা করেন। ঘরে নিত্যদিনের অশান্তি। অন্যদিকে পোশাক কারখানার মালিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধু আরেক পোশাক কারখানার মালিকের ছদ্মবেশে ওই বন্ধু চান এই বন্ধু ব্যবসায় হেরে যাক। এ নিয়ে চলে দুই কারখানার ভেতরে ষড়যন্ত্র। বিউটিদের কারখানার ফ্লোর ইনচার্জ সুলতান নানাভাবে নারী কর্মীদের হয়রানি করেন। বিউটি প্রতিবাদী হয়ে মালিককে জানান। এভাবেই এগোতে থাকে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' নামক টেলিফিল্মের কাহিনি।

শেষ পর্যন্ত বিউটি একটি ফ্লোরের ইনচার্জের দায়িত্ব পান। তাঁর বিভিন্ন উদ্যোগে কারখানার মেয়েরা স্বাস্থ্যসেবা পেতে শুরু করেন। মালিকের উদ্যোগে মাসিকের সময় নারী কর্মীরা ফেমিনা নামের একটি স্যানিটারি ন্যাপকিনও স্বল্পমূল্যে ব্যবহারের সুযোগ পান। এতে করে নারীদের অসুখ-বিসুখ কমে যায়, উৎপাদনে নতুন গতি আসে। শেষ পর্যায়ে দেখা যায় বিউটির মুখে বিজয়ীর হাসি। সুলতানকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্সে এ টেলিফিল্মের প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব মাসিক পরিচ্ছন্নতা দিবস উপলক্ষে এ প্রিমিয়ার শোর আয়োজন করে স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড। মাসিক নিয়ে লজ্জা দূর করা, স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারসহ অন্যান্য সচেতনতা তৈরিতে এ টেলিফিল্মটি তৈরি করা হয়েছে। এতে সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাস এবং নেদারল্যান্ডস-ভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা এসএনভি। এসএনভি পরিচালিত এক প্রকল্পের আওতায় স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড স্বল্পমূল্যে পোশাকশিল্পের নারীদের কাছে স্যানিটারি ন্যাপকিন পৌঁছে দিচ্ছে।

প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠানের আগে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশে ৪০ শতাংশ ছাত্রী প্রতি মাসে মাসিকের সময় কমপক্ষে তিন দিন স্কুলে অনুপস্থিত থাকছে। এমনকি শিক্ষক ও কর্মজীবী নারীদেরও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক জরিপের কথা উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, দেশের মাত্র ১৪ শতাংশ নারী স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করছে। ৮৬ শতাংশ নারীই মাসিকের সময় অপরিচ্ছন্ন কাপড় ব্যবহার করছে।

বক্তব্যে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মারটিনা ভ্যান হুগস্ট্রাটেন বলেন, সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। তিনি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে দূতাবাসের পক্ষ থেকে নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন।